

সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেক্চুয়াল ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ (সুইড বাংলাদেশ)
৪/এ, ইন্সটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০, ফোন-৯৩৩৪০০৯, ৯৩৫৬৫৯২
ই-মেইল: admin@swidbd.info; swidbd@gmail.com,
ওয়েব সাইট: swidbd.info
'সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধি'-২০১৯
Service Rules, Pay Scale and Financial Rules of SWID-Bangladesh-2019

শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০ টাকা

সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ (সুইড বাংলাদেশ)

৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০, ফোন-৯৩৩৪০০৯, ৯৩৫৬৫৯২

ই-মেইল: admin@swidbd.info; swidbd@gmail.com,

ওয়েব সাইট: swidbd.info

‘সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধি’-২০১৯

Service Rules, Pay Scale and Financial Rules of SWID-Bangladesh-2019

ভূমিকা :

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীসহ সব ধরনের স্নায়বিকাশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে সুইড বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিট এবং বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে পরিচালিত স্কুল সমূহে বেতনভুক্ত কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, গবেষক, থেরাপিষ্ট, মনোবিজ্ঞানী ও পরামর্শদাতা নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রনের নিমিত্তে একটি ‘চাকুরী প্রবিধানমালা’ ও ‘বেতন কাঠামো’ থাকা আবশ্যিক। ১৯৯৫ সালের চাকুরী বিধি ও বেতনক্রম হাল নাগাদ করার প্রায় ১৬ বছর পর ২০১১ সালে পুনরায় নতুন করে চাকুরী বিধি ও বেতনক্রম সংশোধন করা হয়েছিল। এরপর প্রায় ৮ বছর অতিবাহিত হওয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের আলোকে চাকুরী বিধি ও বেতন কাঠামো সংশোধন এবং পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ২০১৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চাকুরী (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ- ২০১৫ শিরোনামে একটি আদেশ) জারী করেছে। এতে সুইড বাংলাদেশ এর বেতন কাঠামোর সাথে বিরাট ব্যবধান হয়েছে। কর্মীদের মনোবল যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য সরকারী বেতনক্রমের সাথে সংগতি রেখে একই রকম বেতন-ভাতা প্রদানের নিমিত্তে সুইড বাংলাদেশ এর বেতনক্রম সংশোধন করা অত্যাাবশ্যিক।

পূর্বের চাকুরী বিধি ও বেতন ক্রমের ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারী চাকুরী বিধি ও বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নতুন চাকুরী বিধি ও বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হলো। এই চাকুরী প্রবিধানমালা ও বেতন কাঠামো অনুমোদনের পর ইতিপূর্বকার যাবতীয় এ সংক্রান্ত বিধি সমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবশ্যিক বোধে জাতীয় নির্বাহী কমিটি এই চাকুরী বিধি ও বেতন কাঠামোর যে কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন এবং সংশোধিত সার্ভিস রুলস অনুমোদন করবে।

শিরোনামঃ

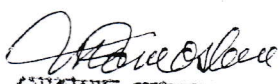
‘সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধি’-২০১৯ (Service Rules, Pay Scale and Financial Rules of SWID-Bangladesh-2019) নামে অভিহিত হবে।


প্রয়োগ ও আওতাঃ এই চাকুরী প্রবিধানমালা ও বেতন কাঠামো সমগ্র বাংলাদেশে সুইড বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত সকল ইউনিট ও শাখা সমূহের সর্ব পর্যায়ের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

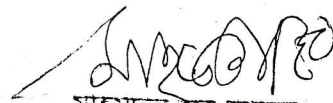
১। সংজ্ঞাঃ


- ক) সোসাইটি/সুইড বাংলাদেশ (SWID Bangladesh) বলতে সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ (Society for the Welfare of the Intellectually Disabled, Bangladesh) বুঝাবে।
- খ) কর্মচারী (Employee) বলতে সুইড বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটে এই বিধির আওতায় নিযুক্ত এবং শাখা সমূহের সকল শিক্ষক, প্রফেশনাল, কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে বুঝাবে।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ

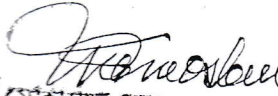

ডায়েরী ইন্সপেক্টর ইসলাম মাসুদ
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মাহমুদুল হক তাহের
সুইড বাংলাদেশ

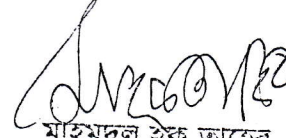

Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh


- গ) (NEC) এনইসি বলতে জাতীয় নির্বাহী কমিটি (National Executive Committee)-কে বুঝাবে।
- ঘ) (BEC) বিইসি বলতে শাখা নির্বাহী কমিটি (Branch Executive Committee)-কে বুঝাবে।
- ঙ) (NIIDA) এনআইআইডিএ বলতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড এন্ড অটিজম (National Institute for the Intellectually Disabled and Autistic) বুঝাবে।
- চ) (Management Council) ব্যবস্থাপনা পরিষদ বলতে ন্যাশনাল ইনস্টিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড এন্ড অটিষ্টিক (এনআইআইডিএ) এর ব্যবস্থাপনা পরিষদ বুঝাবে।
- ছ) (Governing Body) গভর্নিং বডি বলতে বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (Special Education Teachers Training College) এবং সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল এর গভর্নিং বডি (Governing Body) কে বুঝাবে।
- জ) (Management Committee): ম্যানেজমেন্ট কমিটি বলতে সুইড পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বুঝাবে।
- ঝ) (Vacation Staff) ভ্যাকেশন স্টাফ বলতে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সাথে সরাসরি জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের বুঝাবে।
- (ঞ) (Non- Vacation Staff) নন-ভ্যাকেশন স্টাফ বলতে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরাসরি শিক্ষা কর্মের সাথে জড়িত নন এমন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বুঝাবে।
- (ট) (Officer/ অফিসার) 'কর্মকর্তা' বলতে সুইড এ নিয়মিতভাবে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাবে।
- (ঠ) (Staff/স্টাফ) 'কর্মচারী' বলতে সুইড এ নিয়মিতভাবে নিয়োজিত কোন কর্মচারীকে বুঝাবে।
- (ড) (Employment Authority/ এমপ্লয়মেন্ট অথরিটি) 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ' বলতে সুইড কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে।
- (ঢ) (Recruitment) রিক্রুটমেন্ট/ 'নিয়োগ' বলতে প্রযোজ্য নিয়মনীতি অনুসরণক্রমে নিয়োগদানকে বুঝাবে।
- (ণ) (Misbehavior) মিসবিহ্যাবিয়ার/Misconduct 'অসদাচরণ' বলতে চাকুরীর নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন অথবা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা উদ্বৃত্তের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন কোন আচরণকে বুঝাবে এবং নিম্ন বর্ণিত আচরণসমূহও অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা-
- (১) শ্রম আইনে বর্ণিত অসদাচরণ (Misconduct as defined by labour Law)।
 - (২) উর্দ্ধতন কর্মকর্তার আইনসঙ্গত আদেশ অমান্যকরণ (Dishonour to legal order of superior Officer)।
 - (৩) কর্তব্যে অবহেলা (Negligence to duties)।
 - (৪) নির্বাহী কমিটির কোন আদেশ, পরিপত্র অথবা নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন (Dishonour to order/ office Order of Executive Committee without any legal cause) এবং
 - (৫) কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিরক্তিকর, মিথ্যা বা অসার অভিযোগ উত্থাপন করা (State of any unsatisfactory, false or valueless claims against any office personnel to the authorities)।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


ডাঃ মোহাম্মদ ইসলাম মাসুদ
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ



মাহমুদুল ইক্ব তাহের
সুইড বাংলাদেশ

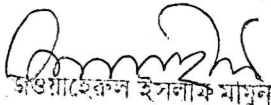

Md. Masud
Director
SWID Bangladesh

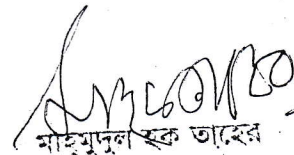
২। নিয়োগ পদ্ধতি (Recruitment Procedure):


- (১) এই অধ্যায় এবং সংযুক্ত তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে সুইড এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর শূন্য পদে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হবে :-
 - (ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে (Direct Recruitment Procedure) ।
 - (খ) পদোন্নতির মাধ্যমে (Promotion Procedure) ।
 - (গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে (Deputation Procedure) ।
 - (ঘ) আত্মীকরণের মাধ্যমে (Regularization Procedure) ।
- ২) সকল পর্যায়ের নিয়োগ জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর কার্যকর হবে। পদোন্নতির মাধ্যমেও কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দ্বারা পদ পূরণ করা যাবে। আবশ্যিক বোধে কর্মরতদের মধ্যে পদোন্নতির যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী না পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগ করা যাবে।
- ৩) জাতীয় নির্বাহী কমিটি সমিতির প্রধান কার্যালয়, এনআইআইডিএ (NIIDA), কলেজ, সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল ও শাখা সমূহের জন্য আবশ্যিকীয় পদ সমূহ সৃষ্টি ও অনুমোদনের এখতিয়ার রাখে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি যে সকল পদ সৃষ্টি করবেন বা অনুমোদন করবেন তার বেতন ভাতা ও সুবিধাদি জাতীয় নির্বাহী কমিটি নিশ্চিত করবেন। কোন শাখা বা বিদ্যালয় বিশেষ চাহিদা পূরণ বা কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করতে পারবেন। অতিরিক্ত পদের দায়িত্ব ভার সংশ্লিষ্ট শাখা বা বিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে।
- ৪) শাখায় কর্মরত সকল পদের জন্য শাখা নির্বাহী কমিটি এবং অন্যান্য সকল পদের জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে। সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বাছাই কমিটি গঠন করবে, সে বাছাই কমিটিতে কমপক্ষে একজন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ থাকবেন। সকল স্থায়ী পদ পূরণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হবে।
- ৫) নিয়োগের জন্য গঠিত নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশ বিবেচনার পর প্রধান কার্যালয়ের আওতায় সকল নিয়োগ জাতীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের পর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
- ৬) শাখা সমূহে নিয়োগের জন্য গঠিত নির্বাহী বোর্ডের সুপারিশ বিবেচনার পর শাখা নির্বাহী কমিটি উক্ত নিয়োগ অনুমোদন করবেন এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে এ তথ্য অবহিত করবেন।
- ৭) বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের মধ্য থেকে উপযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে। নিয়োগের সময় সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৩৫ বছর এর উর্ধে হতে পারবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই বয়স সীমা সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
- ৮) চাকুরী বিধির আওতায় সৃষ্ট পদ সমূহ সুইডে চাকরিরত প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন উপযুক্ত কর্মচারী/কর্মকর্তা দ্বারা আত্মীকরণের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। যদি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে এমন যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সরাসরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবং নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি/শাখা নির্বাহী কমিটি সরাসরি কোন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যে কোন প্রয়োজনীয় পদে নিয়োগ দিতে পারবে এবং চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা সিখিল যোগ্য হতে পারে।
- ৯) নতুন নিযুক্তির ক্ষেত্রে যে কোন পদে নিয়োগ ৬ মাস শিক্ষাপ্রবীণ কাল হিসেবে বিবেচিত হবে। শারীরিক যোগ্যতার (Physical Fitness) সনদ পত্র সহ কর্মচারী কাজে যোগদান করবেন। সন্তোষজনক কর্মদক্ষতা প্রদর্শনের পর এবং নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণের পর তার চাকুরির নিয়মিতকরণ করা যাবে। প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ এ শিক্ষানবীশকাল বর্ধিত করতে পারবেন।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জাওয়াহেরুল ইসলামিক মাসুদ
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মাহমুদুল হক তাহের
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


Md. Masud Islam
Director
SWID Bangladesh

১০) বর্তমানে কর্মরত কর্মচারী কর্মকর্তাগণ চাকুরি বিধিতে উল্লিখিত নতুন পদমর্যাদায় যথোপযুক্ত পদে আত্মীকরণ হবেন।

১১) বেতন ভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্মরত অবস্থায় সুইড এর সদস্য পদ লাভ করতে পারবে না; কোন কর্মকর্তা কর্মচারী সদস্য পদ লাভ করতে ইচ্ছুক হলে তাকে চাকুরি হতে অব্যাহতি নিয়ে সদস্য পদের আবেদন করতে হবে। পূর্বেই যদি কেউ সুইডের সদস্যপদ গ্রহণ করে থাকেন তবে তিনি কর্মে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে ঐ সময় কালীন সমিতিতে তার সদস্যপদ স্থগিত থাকবে।

বাছাই কমিটি :

সুইড বাংলাদেশ অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর শূন্য পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য সময় সময় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক বা একাধিক বাছাই কমিটি বা সিলেকশন কমিটি গঠন করবে।

৩। পদোন্নতিঃ

(ক) সমিতির প্রধান কার্যালয়, এনআইআইডিএ, কলেজ, সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল, শাখা সমূহের উচ্চতর পদ সমূহ কর্মরত জুনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে অথবা সরাসরি নিয়োগ দিয়ে পূরণ করা হবে।

(খ) উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য অথবা উচ্চতর বেতন কাঠামো প্রদানের জন্য কোন কর্মচারীকে বিবেচনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে পদোন্নতি বা উচ্চতর বেতনক্রম প্রদান করা হবেঃ

(১) কোন নির্দিষ্ট পদে বা সমমানের পদে কমপক্ষে পাঁচ (৫) বছরের সন্তোষজনক চাকুরীকাল হতে হবে,

(২) সন্তোষজনক বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে পদোন্নতির সুপারিশ থাকতে হবে,

(৩) এই উদ্দেশ্যে গঠিত নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে,

(৪) কোন কর্মচারী কর্মকর্তা সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে তাকে পদোন্নতি বা উচ্চতর বেতন কাঠামো প্রদান করা হবে না।

(৫) চাকুরিতে শুধুমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠতাই পদোন্নতির একমাত্র মাধ্যম নয়।

(গ) কোন কর্মকর্তা কর্মচারী পদোন্নতি প্রাপ্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে সেই কর্মকর্তা কর্মচারীকে দুই (২) বছর পর আবার পদোন্নতির জন্য মূল্যায়ন করা হবে, তিনি যদি জাতীয় নির্বাহী কমিটি/শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত পদোন্নতি কমিটি দ্বারা সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত হন তবে জাতীয় নির্বাহী কমিটি/শাখা নির্বাহী কমিটি তাকে পদোন্নতি প্রদান করবে। এরপর তিনি পদোন্নতির জন্য তার চাকুরি জীবনে আর কোন সুযোগ পাবেন না; তবে চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তিনি বেতন ভাতাদি ও টাইমস্কেল ইত্যাদি পাবেন।


(ঘ) সকল প্রকার পদোন্নতি পদের আবশ্যিকতা সাপেক্ষে কার্যকর করা হবে।

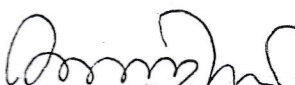
(ঙ) আবশ্যিক বোধে জাতীয় নির্বাহী কমিটি বিশেষ বিবেচনায় যে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করতে পারবে।

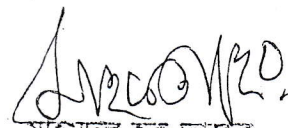
৪. অতিরিক্ত দায়িত্ব

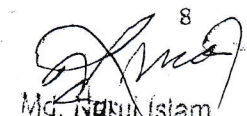
ক) যদি কোন কর্মচারী কর্মকর্তাকে তার পদমর্যাদার উপরের কোন পদমর্যাদার কাজ করানোর প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং তা যদি কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিনের অতিরিক্ত হয় তবে ৩০ দিনের পর থেকে তিনি জাতীয় নির্বাহী কমিটি/ ব্যবস্থাপনা পরিষদ/ গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত হারে তার মূল বেতনের ১০% সর্বোচ্চ ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচ শত) টাকার অতিরিক্ত ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অতিরিক্ত কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী এ অতিরিক্ত কাজের ভাতা প্রদান করা হবে। এ ধরনের কর্মকর্তাগণ তার স্বীয় কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে উপরোল্লিখিত দায়িত্ব পালন করবেন।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী পরিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জগদ্বাহারুল ইসলাম মামুন
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মহিমুদ্দুল হক তাহের
সুইড বাংলাদেশ


Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

সাধারণ ছুটিঃ

মহাসচিব/নির্বাহী সচিব বা তাদের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ এ ছুটি মঞ্জুর করবেন।

ক) নৈমিত্তিক ছুটিঃ নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করে জাতীয় নির্বাহী কমিটি/শাখা নির্বাহী কমিটি/ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল বা ব্যবস্থাপনা পরিষদ ভ্যাকেশন ও ননভ্যাকেশন উভয় ধরনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পূর্ণ বেতনে বছরে ২০(বিশ) দিনের ছুটি মঞ্জুর করবেন।

(১) নৈমিত্তিক ছুটি অন্য কোন ছুটির সাথে একত্র করে নেয়া যাবে না।

(২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি সহ বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে একত্রে ৫(পাঁচ) দিনের বেশী নৈমিত্তিক ছুটি নেয়া যাবে না।

(৩) নৈমিত্তিক ছুটির জন্য ছুটিতে যাবার পূর্বেই আবেদন করতে হবে। কোন নৈমিত্তিক ছুটি কাটানো না হলে তা বছর শেষে বাতিল হয়ে যাবে।

খ) মাতৃত্ব কালীন ছুটিঃ যদি কোন মহিলা কর্মী/কর্মকর্তার চাকুরির বয়স কমপক্ষে দুই বছর হয়ে থাকে তবে তিনি মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদর্শন সাপেক্ষে ৬ (ছয়) মাস বা ২৪ (চব্বিশ) সপ্তাহের মাতৃত্ব কালীন পূর্ণ বেতনে ছুটি পাবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটি (NEC), শাখা নির্বাহী কমিটি (BEC), ব্যবস্থাপনা বোর্ড এরকম ছুটি মঞ্জুর করবেন। কোন কর্মচারী/কর্মকর্তাকে তার চাকুরিকালীন সময়ে দুই বারের বেশী এমন ছুটি মঞ্জুর করা হবে না।

গ) কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সরকারী নিয়ম অনুসরণ করে অন্যান্য সকল ছুটি ভোগ করবেন।

ঘ) অর্জিত ছুটিঃ সমিতির নন-ভ্যাকেশন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত নিয়মে অর্জিত ছুটি ভোগ করবেন :

(১) নন-ভ্যাকেশন স্টাফ হিসেবে কমপক্ষে ২ (দুই) বছর চাকুরি সমাপ্ত করেছেন এবং চাকুরিরত আছেন এমন স্টাফ প্রতি বছর ২০ (বিশ) দিন ছুটি পাবেন।

(২) সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারী ছুটির সাথে অর্জিত ছুটি সমন্বিত হবে না।

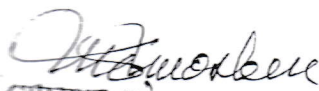
(৩) নির্দিষ্ট বছরের নির্ধারিত অর্জিত ছুটি বছরের যে কোন সময় ভোগ করতে পারবেন এবং যদি কোন কর্মচারী/কর্মকর্তা যে অর্জিত ছুটি ভোগ করেছেন তা যদি নির্দিষ্ট বছরে অর্জনে ব্যর্থ হন তবে ঐ বছরের বেতন থেকে উক্ত কর্মদিবসের সমপরিমাণ টাকা কর্তন করে নেয়া হবে।


(৪) একই বছরের মধ্যে যদি অর্জিত ছুটি নেয়া না হয় তবে আপনা আপনি উক্ত ছুটি পরবর্তী বছরে অর্জিত ছুটির সাথে যোগ করা হবে।

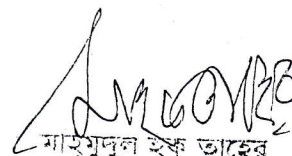
(৫) অর্জিত ছুটি পাওয়ার যোগ্য কর্মচারী/কর্মকর্তা তার অর্জিত ছুটি কখন ভোগ করতে চান তা কর্তৃপক্ষকে আগাম জানাতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন নিতে হবে।


(৬) সমিতির স্বার্থে কাজ করার প্রয়োজনে যদি কোন কর্মচারী/কর্মকর্তাকে তার অর্জিত ছুটির কোন অংশ বা পূর্ণ সময় ব্যয় করতে হয় এবং এজন্য যদি তিনি অর্জিত ছুটি ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হন তবে তাকে সংশ্লিষ্ট দিন সমূহের জন্য মূল বেতনের সম পরিমাণ বেতন প্রদান করা হবে।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও অর্জিত নিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোগালেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জগুরাহেরুল ইসলাম সামুন
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মাহমুদুল হক তাহের
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


M. M. Islam
Director
SWID Bangladesh

করবেন। তার নিজস্ব কাজের অতিরিক্ত কাজ হিসেবে এ কাজ করার জন্য তিনি বাড়তি ভাতা পাবেন না।

৫। কর্মঘণ্টা/দিবসঃ

- ক) প্রতিদিন ৩০ মিনিটের মধ্যাহ্নভোজ/নামাজের বিরতি সহ প্রতি সপ্তাহে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর কমপক্ষে ৪০ ঘণ্টা কাজ করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে হবে।
- খ) নন-ড্যাকেশন কর্মচারীগণ সরকারী ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটি ব্যতিত সকল কর্মদিবসে কাজ করবেন।
- গ) ড্যাকেশন স্টাফ সমিতির জাতীয় নির্বাহী কমিটি অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী বছরে কমপক্ষে ২২০ দিন কাজ করবেন।
- ঘ) শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা শিক্ষকতার কাজে শ্রেণী কক্ষে এবং ১০ ঘণ্টা অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক পেশাদারিত্বের কাজে যেমন- বাড়ী পরিদর্শন, মূল্যায়ন, রেকর্ড সংরক্ষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, মা-বাবাদের বা অভিভাবকদের সাথে তাদের সন্তানদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকবেন।
- ঙ) সমিতির প্রধান ও শাখা সমূহের অফিসে কর্মরত এবং জাতীয় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী অটিস্টিক ইনস্টিটিউট ও সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এর সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ ননড্যাকেশন স্টাফ ও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা সহকারীগণ ড্যাকেশন স্টাফ হিসেবে বিবেচিত হবেন।
- চ) সকল কর্মচারী কর্মকর্তাদের জন্য সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা যথাযথ ভাবে পালন করা বাধ্যতামূলক। মূল্যায়নের সময় সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা বিষয়টি কঠোর ভাবে মানা হবে। একইমাসে প্রতি তিন দিন ১৫ মিনিট করে বিলম্বে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার কারণে একদিনের নৈমিত্তিক ছুটি বা অর্জিত ছুটি বা একদিনের বেতন তার মাসিক বেতন থেকে কর্তন করা হবে। একইভাবে নির্ধারিত সময়ের আধা ঘণ্টা আগে যদি বিনা অনুমতিতে কেউ অফিস ত্যাগ করে তবে প্রতি ৩ (তিন) দিনের জন্য ১ (এক) দিনের ছুটি অথবা ১(এক) দিনের বেতন কর্তন করা হবে।

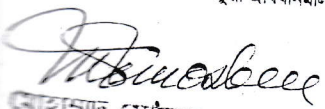
৬। কর্মকর্তা ও কর্মচারী মূল্যায়নঃ

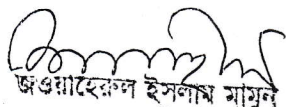
- ক) প্রতি বছর ডিসেম্বর ও জানুয়ারী এই দুই মাসে মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। পেশাদারিত্ব সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মূল্যায়ন কমিটি জাতীয় নির্বাহী কমিটি বা ব্যবস্থাপনা পরিষদ বা শাখা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত হবে। যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর কাজকর্মের অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে নীচে হবে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হবে এবং পরবর্তী বছর এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে আবার মূল্যায়ন করা হবে। যদি তার কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত না হয় তবে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- খ) মূল্যায়নের সময় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভোগকৃত ছুটির বিষয় সমূহও বিবেচনা করা হবে।

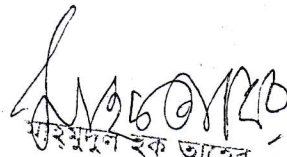
৭। ছুটিঃ


কর্মচারী কর্মকর্তাগণ সার্ভিস রুলস-এ বর্ণিত ছুটি ভোগ করতে পারবেন। সকল ছুটির ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী আবেদন পত্র আগাম যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হবে। কোন ছুটি অধিকার হিসেবে দাবী করা যাবে না এবং ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছুটি মঞ্জুর, নামঞ্জুর, বাতিল এবং বিকল্প সময়ে ছুটি গ্রহণের পরামর্শ দেয়ার অধিকার ও এখতিয়ার সংরক্ষিত থাকবে। ছুটি ভোগকারী কর্মচারী-কর্মকর্তা ছুটি ভোগকালীন সময় সমিতির জাতীয় নির্বাহী কমিটি/শাখা নির্বাহী কমিটি/ব্যবস্থাপনা পরিষদ এর বিনা অনুমতিতে অন্য কোন চাকুরি করতে পারবেন না। অনুমোদনযোগ্য ছুটি ও তৎসংশ্লিষ্ট শর্ত সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জওয়াহরুল ইসলাম মাসুদ
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মুহাম্মদ ইক্বাল তাহের
সুইড বাংলাদেশ


Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

বিশেষ ছুটি:

জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও শাখা নির্বাহী কমিটি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রশাসনিক প্রধান বা অনুমোদিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ এ ছুটি মঞ্জুর করবেন।

(ক) এক্সট্রা-অর্ডিনারী লিড ৪- অন্য কোন ধরনের ছুটি সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য হবে না কিন্তু যদি কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা কর্মচারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রনের বাইরে এবং এ পরিস্থিতি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সৃষ্ট নয় এবং কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন অবস্থাতেই তা এড়াতে পারছেন না তবে জাতীয় নির্বাহী কমিটি, শাখা নির্বাহী কমিটি বা ম্যানেজমেন্ট বোর্ড বিনা বেতনে ও বিনা ভাতায় ছুটি মঞ্জুর করতে পারবে।

(খ) শিক্ষা ছুটি : উন্নতর ও আরো ভালো সেবা দানের নিমিত্তে কোন প্রফেশনাল স্টাফকে তার দক্ষতা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি/শাখা নির্বাহী কমিটি/ব্যবস্থাপনা বোর্ড কমিটি নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে শিক্ষা ও গবেষণা কাজের জন্য শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করবেন :

(১) কর্মসূচীটি কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদন এবং মঞ্জুর করা হয়ে থাকলে,

(২) সংশ্লিষ্ট প্রফেশনাল স্টাফ কমপক্ষে দুই বছর সমিতিতে সন্তোষজনক ভাবে কর্মদক্ষতার প্রমাণ রেখে কাজ করে থাকলে,

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রফেশনাল কর্মকর্তাকে শিক্ষা ছুটির প্রকৃতি বিবেচনায় জাতীয় নির্বাহী কমিটি/ব্যবস্থাপনা পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত নির্ধারিত কোন নিরাপত্তার বা দায়বদ্ধতা ও বিশ্বস্থতার গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে যে, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা ছুটি শেষে কমপক্ষে নির্ধারিত তিন বছর সমিতিতে তিনি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাজ করবেন।

(৪) সেমিনার, কর্মশালা, সভা ইত্যাদিতে যোগদান অথবা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যোগদানের জন্য যাওয়া ও আসা ইত্যাদি জাতীয় নির্বাহী কমিটি/শাখা নির্বাহী কমিটি/ব্যবস্থাপনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং এই সময়কে পূর্ণ বেতনে চাকুরিতে দায়িত্বরত সময় হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৮। বেতন ও ভাতা :

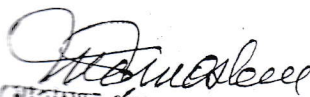
(ক) সুইড বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে যেকোন নির্ধারণ করবে, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেরূপ হবে।


(খ) সমিতির প্রধান কার্যালয়, শাখা সমূহ ও এনআইআইডিএ-র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতীয় নির্বাহী কমিটি/শাখা নির্বাহী কমিটি'র অনুমোদনক্রমে বেতন ও ভাতাদি পাবেন। নতুন বেতন কাঠামো ও ভাতাদি অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যকর হবে (নতুন বেতন কাঠামো ও ভাতাদি শর্তসহ সংযুক্তি 'ক'-তে উল্লেখ করা হ'ল)।

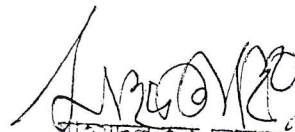
(গ) একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জন্য যে বেতন-ভাতা নির্ধারিত আছে এবং চাকুরিকালীন সময়ে তিনি যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার দাবীদার হবেন তা নিয়োগ পত্রে উল্লেখ করে নিয়োগ পত্র দিতে হবে।


(ঘ) সমিতিতে কর্মসংস্থান ও নিয়োগের জন্য যে বেতন-ভাতা প্রদান করা হবে তা পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যকর হবে। সরকারী বেসরকারী, দেশী-বিদেশী অনুদান এবং সমিতির বিভিন্ন উৎস থেকে উপার্জিত আয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে বেতন-ভাতা সংশোধন করা যেতে পারে। তবে কমপক্ষে ৪ মাস আগে এ বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জানাতে হবে।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জাওয়াহেরুল ইসলাম সান্মুল
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মাহমুদুল হক তাহের
সুইড বাংলাদেশ


Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

- (ঙ) কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর আয়কর অথবা অন্য কোন করের বিষয়ে সমিতির কোন দায় দায়িত্ব থাকবে না। সরকারের নিয়ম অনুযায়ী আয়কর প্রতি অর্থ বছরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে কর্মচারী-কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিল করতে হবে।

৯। ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা :

- (ক) অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ও অনুমোদিত ভ্রমণের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অনুমোদিত হারে নির্ধারিত ভ্রমণ ভাতা পাবেন। প্রধান কার্যালয় অথবা কর্মস্থলের বাইরে কোন জায়গায় যদি দায়িত্ব পালনের জন্য রাাত্রি যাপন করতে হয় তবে তিনি নির্ধারিত ও অনুমোদিত হারে দৈনিক ভাতা পাবেন। একটি নির্ধারিত পরিমাণ দূরত্ব ভ্রমণের ক্ষেত্রে তিনি যাত্রাকালীন ভাতা পাবেন।
- (খ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি/শাখা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে নির্ধারিত হারে ভ্রমণ করার পর তিনি এ ভাতা পাবেন। তবে ভ্রমণের শুরুতেই তিনি একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ অগ্রীম হিসেবে নিতে পারবেন যা ভ্রমণের পর পাওনা বিলের সাথে সমন্বয় করা হবে। ভ্রমণ সমাপ্তির ৫ কর্ম দিবসের মধ্যে ভাউচার দাখিল না করলে ভ্রমণ প্রতিবেদনসহ ব্যয়ের যথাযথ ভাউচার দাখিল না করলে অগ্রীম প্রদত্ত অর্থ বেতন হতে কর্তন করা হবে।

১০। অব্যাহতি বরখাস্ত/পদত্যাগ :

- (ক) কোন বিশেষ কারণে যেমন তহবিল (ফান্ড) সঙ্গতা বা অপ্রতুলতা, কার্যক্রম পরিবর্তন, অসন্তুষ্টি সম্পন্ন কার্যক্রম (unsatisfactory activities) অনানুগত্য সুলভ আচরণ (Insubordination) জনিত কারণে যে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৩ (তিন) মাসের নোটিশ দিয়ে অথবা নোটিশ পিরিয়ডের পরিবর্তে ৩ (তিন) মাসের বেতন দিয়ে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি প্রদান করা যাবে।
- (খ) যে কোন স্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার ব্যক্তিগত অসুবিধা জনিত কারণে ২ (দুই) মাসের আগাম নোটিশ প্রদান করে স্থায় পদ থেকে/চাকুরী থেকে ইস্তফা দিতে পারবেন।
- (গ) অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত যে কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে ১ (এক) মাসের নোটিশ অথবা তার পরিবর্তে ১ (এক) মাসের বেতন দিয়ে চাকুরী থেকে অপসারিত বা অব্যাহতি প্রদান করা যাবে।


১১। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা :

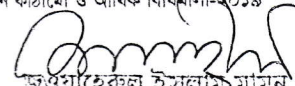
- (ক) যদি কোন কর্মচারী কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কোন নিয়ম/আইনানুগ আদেশ বা শৃংখলা ভঙ্গ করে অথবা দায়িত্বের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা অথবা অযোগ্যতার প্রমাণ প্রদর্শন করে অথবা অনানুগত্যসুলভ আচরণ করে অথবা এমন কাজে লিপ্ত হয় যা সমিতির ভাবমূর্তী ও মর্যাদা বিনষ্ট করে তবে তাকে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোন শাস্তি প্রদান এমনকি চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যাবে।
- (খ) অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহারের জন্য কোন কর্মচারীর লিখিত বা ব্যক্তিগতভাবে প্রদান কৃত ব্যাখ্যা গুণানী ব্যতিরেকে তাকে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। শাস্তি প্রদানের আগে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কমিটিতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের গুণানী হবে এবং অভিযোগ প্রমাণ হলেই কেবল মাত্র শাস্তি প্রদান করা যাবে।


১২। দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় আহত/মৃত্যু ইত্যাদির জন্য ক্ষতিপূরণ :


- (ক) কর্তব্যরত অবস্থায় যাতে কর্মকর্তা/কর্মচারী তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করে সেটাই কাম্য।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কার্টামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জগদীশচন্দ্র ইসলাম
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মাহমুদুল হক তাহের
সুইড বাংলাদেশ


Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

(খ) দুর্ঘটনাক্রমে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তব্যরত অবস্থায় দায়িত্ব পালনকালে আহত হন কিংবা মারা যান তবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ক্ষতির কারণে একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীকে অথবা তার পরিবারকে প্রদান করবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং শাখার ক্ষেত্রে শাখা নির্বাহী কমিটি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিবে। ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করে তার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

১৩। কন্ট্রিবিউটারী প্রভিডেন্ট ফান্ড :

প্রত্যেক স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কন্ট্রিবিউটারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় আসবেন। কন্ট্রিবিউটারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের (সিপিএফ) মাধ্যমে মূল বেতনের ১০% কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন থেকে এবং সুইড বাংলাদেশ থেকে ১০% সংগ্রহ করে মোট ২০% তার হিসাবে কন্ট্রিবিউটারী প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসেবে জমা থাকবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে যেমন নিজের ও পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা, সন্তানের লেখা-পড়া, বিয়ে, জমি ও বাড়ী ক্রয়ের জন্য ঋণ নিতে পারবেন। তবে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে কর্মচারীর অংশের সর্বোচ্চ ৮০% নিতে পারবেন এবং এটি বেতন-ভাতা থেকে সর্বোচ্চ ২৪ মাসে পরিশোধ করতে হবে। গৃহীত ঋণ শোধ হওয়ার পর তিনি আবার ঋণ নিতে পারবেন। ঋণ গ্রহণকালীন সময়ে কর্মচারীর অংশের টাকার কোন সুদ তার হিসাবে যোগ হবে না। চাকুরী মেয়াদ ৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পর চাকুরী থেকে পদত্যাগ/অবসর/সেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমৃদয় নিজের অংশ ও প্রতিষ্ঠানের অংশসহ উত্তোলন করতে পারবেন।

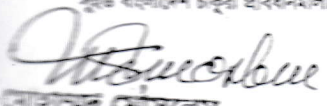
১৪। অবসর ও অবসর কালীন সুবিধা :

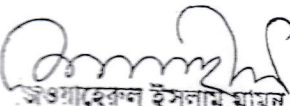
- (ক) একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী সর্বোচ্চ ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকুরি করতে পারবেন, তার পর তিনি অবসরে যাবেন।
- (খ) অবসর গ্রহণের সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যারা একাদিক্রমে ২০ (বিশ) বছর সমিতিতে চাকুরি করেছেন-তারা সবাই অবসরকালীন সময়ে যে স্কেলে বেতন-ভাতা প্রাপ্ত ছিলেন ঐ স্কেলে প্রতি বছর চাকুরির জন্য ১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমান অর্থ প্রাপ্ত হবেন। আর যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ একাদিক্রমে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছর চাকুরি করে চাকুরি অবস্থায় মারা গেছেন তাদের চাকুরীর সময় থেকে হিসেব করে প্রতি বছরের জন্য ১ (এক) মাস হারে বিগত বছরগুলোর মূল বেতনের সমান অর্থ পরিবারে তার মনোনীত ব্যক্তিকে দেয়া হবে। চাকুরিতে একাদিক্রমে ১২ (বার) বছর পূর্ণ না হলে কোন কর্মচারীর পদত্যাগের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবেনা।
- (গ) অবসর গ্রহণ বা চাকুরীচ্যুত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর কর্মকাল ১০ (দশ) বছর পূর্ণ না হলে তিনি শুধু মাত্র তার জমানো অর্থ সি পি এফ রুলস অনুযায়ী ফেরত পাবেন।

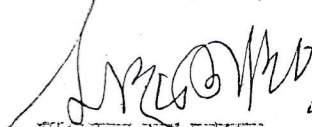
১৫। বদলী :

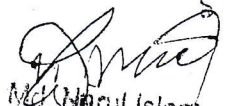
প্রধান কার্যালয়ে বা শাখার কর্মরত সকল শিক্ষক/ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আবশ্যিক বোধে যে কোন কর্মস্থলে বদলী করা যাবে। বদলীর ক্ষেত্রে এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বা প্রধান কার্যালয় থেকে যে কোন শাখায় অথবা শাখা থেকে প্রধান কার্যালয়ে বদলী করা যাবে। “শাখার কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বদলী করতে হলে সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহের সম্মতি স্বাপেক্ষে করা হবে। দুইটি শাখা পরস্পরের সম্মতিক্রমে বদলী করতে পারবে যা জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে অবহিত করবে। কোন প্রকার দন্দ দেখা দিলে এ ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি স্বীয় প্রয়োজনে কেউ বদলী হতে চান, তা হলে বদলীর সমস্ত ব্যয় ও আনুসঙ্গিক সুবিধা/অসুবিধা সব কিছু তাকে বহন করতে হবে। যদি সমিতির স্বার্থে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তে বদলী করা হয় সে ক্ষেত্রে আনুসঙ্গিক ব্যয় সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সমিতি থেকে প্রদান করা।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
সম্পাদক
সুইড বাংলাদেশ


জওগাহেরুল ইসলাম মায়ুন
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মাহমুদুল হক তাহের
সুইড বাংলাদেশ
সুইড বাংলাদেশ


Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

১৬। চাকুরীর বৃত্তান্ত :

- (১) প্রত্যেক কর্মচারীর চাকুরির বৃত্তান্ত পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং উক্ত বৃত্তান্ত সুইড বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত চাকুরী বইএ সংরক্ষিত থাকবে।
- (২) কোন কর্মচারী এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বছরে একবার তার চাকুরী বই দেখতে পারবেন এবং এরূপ দেখার পর এতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলে উল্লেখ পূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন।
- (৩) যদি কোন কর্মচারী তার চাকুরী বই দেখবার সময় এতে কোন বিষয় ত্রুটিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে বা বাদ পড়েছে বলে মনে করেন, তা হলে তিনি এতে সংশোধনের জন্য ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী বইতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন।

১৭। আচরণ ও শৃংখলা :

(১) প্রত্যেক কর্মচারী-

(ক) এই প্রবিধানমালা মেনে চলবেন।

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ারে তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণে কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন, তার বা তাদের দ্বারা সময় সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ নির্দেশ পালন করবেন এবং মেনে চলবেন এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সাথে সুইড বাংলাদেশ এর চাকুরি করবেন।

(২) কোন কর্মচারী তার উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকবেন না কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী সুইডের বিষয়াদি সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতিত সংবাদপত্র বা অন্য কোন গনমাধ্যমের সাথে কোন যোগাযোগ স্থাপন করবেন না।

১৮। দণ্ডের ভিত্তি :

কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী-

(ক) তার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন অথবা-

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন, অথবা

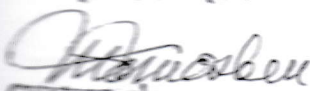
(গ) পলারনের দায়ে দোষী হন, অথবা


(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন অথবা

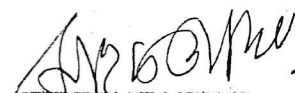
(ঙ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরূপ বা প্রতারনার দায়ে দোষী হন, অথবা


(চ) সুইড বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হন বা অনুরূপ কাজে লিপ্ত হয়েছেন বলে সন্দেহ করার যুক্তি সংগত কারণ থাকে অথবা এরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন বলে সন্দেহ করার যুক্তি সংগত কারণ থাকে যে, অন্যান্য ব্যক্তিগণ সুইডে বা জাতীয় নিরাপত্তা হানিকর বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হয়েছেন এবং সে কারণে চাকুরিতে রাখা সমীচিন নহে বলে বিবেচিত হয়, তা হলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিকবার দণ্ড আরোপ করতে পারেন।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মাসুদ
সহসচিব
সুইড বাংলাদেশ


জওগাহেদুল ইসলাম
সহসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মোহাম্মদ মাসুদ
সহসচিব
সুইড বাংলাদেশ


Md. Masud Islam
Director
SWID Bangladesh

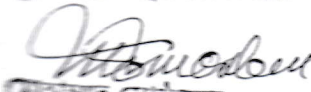
জনবল কাঠামো

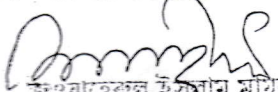
- ১। জাতীয় নির্বাহী কমিটি/গভর্নিং বডি/ব্যবস্থাপনা পরিষদ কমিটি কর্তৃক প্রধান কার্যালয়সহ সমস্ত শাখা সমূহের কর্মচারী/ কর্মকর্তার সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে কাজের পরিধি, ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিতি এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ২। শাখা বিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো ছাত্র/ছাত্রীদের অনুপাতে হবে। সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অনুপাতে বিবেচনা করা হবে।
 - ক) প্রত্যেক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে অবশ্যই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ৫। শিক্ষা সহকারী-শিক্ষার্থী অনুপাত হবে ১ঃ৫। অটিস্টিক বহুমুখী ও গুরুতর প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১ঃ১ বিবেচনা করা হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন অফিস সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক এবং একজন নৈশ প্রহরী থাকবে। এর বাইরে কোন শিক্ষক-কর্মচারী প্রয়োজন হলে শাখার নিজস্ব অর্থায়নে রাখতে হবে।
 - খ) হোম-বেজড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হবে ১০ঃ১ জন এবং সপ্তাহে কমপক্ষে একবার প্রতি ছাত্রের কার্যক্রম পরিদর্শন করতে হবে।
 - গ) শাখা সমূহে দীর্ঘদিন ধরে যেসব উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন অর্থাৎ সিনিয়র মোস্ট টিচার তাদের মধ্যে একজন প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন। তিনি যদি অফিসের যাবতীয় কাজ করেন তবে সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে মাসিক ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচ শত) টাকা হারে অতিরিক্ত ভাতা দেয়া যেতে পারে।
 - ঘ) শাখা স্কুলে যদি প্রতিদিন কমপক্ষে ২৫ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর গড় উপস্থিতি থাকে তবে সে ক্ষেত্রে ১ জন অফিস এসিস্টেন্ট কাম একাউন্টেন্ট (অফিস সহকারী কাম হিসাব রক্ষক) দেয়া হবে।
 - ঙ) প্রতি ৫ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১ জন শিক্ষা সহকারী নির্ধারণ করা হবে। যদি কোন শ্রেণীতে অতিচঞ্চল/হাইপার একটিভ/ভায়োলেন্ট/অটিস্টিক কোন ছাত্র-ছাত্রী থাকে তবে সে ক্ষেত্রে একজন অতিরিক্ত শিক্ষা সহকারী দেয়া যেতে পারে।

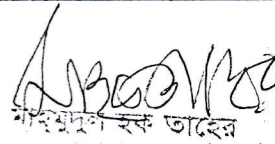
পদবী ও যোগ্যতা

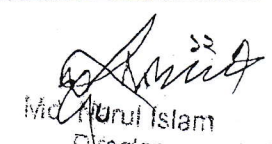
পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব (Job Description)
পরিচালক	যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। এমবিএ, পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুটা শিথিলযোগ্য হতে পারে। কর্মরত বিভাগীয় প্রার্থীদের আবেদন করার সুযোগ থাকবে। পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মরতদের মধ্য থেকেও নিয়োগ করা যেতে পারে।	তিনি মহাসচিবের নিয়ন্ত্রণে সমিতির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)/ প্রধান নির্বাহী সচিব হিসেবে কাজ করবেন। প্রশাসন, অর্থ, হিসাব বিভাগ, ক্লিনিক্যাল সার্ভিস, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পরিচালকের কাছে তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকবেন। পরিচালক তার কাজের জন্য মহাসচিবের কাছে দায়ী থাকবেন। সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম দেখাশুনা করবেন। প্রকল্প প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তিনি সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন। সকল কর্মচারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলী, ছুটি ও কাজের দায়িত্ব পালন করবেন। সর্বোপরি সমিতির সব পর্যায়ের সকল কাজ তিনি তদারকীর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে সর্বোত্তমভাবে সহায়তা করবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা এবং জাতীয় কাউন্সিলের সভাসমূহ আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক কাজসহ যাবতীয় কর্মসূচী সম্পাদনে মহাসচিবকে সাহায্য করবেন।
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), উপ-পরিচালক (কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ ও গবেষণা/ অর্থ ও পরিকল্পনা/প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা) সর্বোচ্চ-৫ জন	অর্থনীতি/ব্যবসায় প্রশাসন/ বিবিএ/ বানিজ্য/ সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকল্যাণ/ হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা/ / মনোবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট কাজে প্রাতিষ্ঠানিক/ শিক্ষা/বিশেষ শিক্ষা/ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যেতে হতে পারে। কর্মরত বিভাগীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া অথবা পদোন্নতির মাধ্যমেও এ পদ পূরণ করা যেতে পারে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান হিসেবে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কাজ করবেন। তিনি পরিচালকের কাছে জবাবদীহি করবেন এবং তার নিয়ন্ত্রণে কাজ করবেন। পরিচালকদের অধিনস্ত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন। সকলকে কাজ বন্টন করে দেবেন। প্রকল্প প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্য সকল কাজ সম্পাদন করবেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা/বিশেষ শিক্ষা/একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম আয়োজন ও সম্পাদনসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে সমিতির যাবতীয় কর্মসূচী সম্পাদন করবেন।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
সহসচিব
সুইড বাংলাদেশ

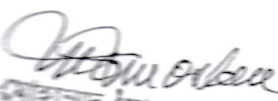

জগদীশ্বর কুমার ইন্দ্রিয়ান মাস্টার
সহসচিব
সুইড বাংলাদেশ

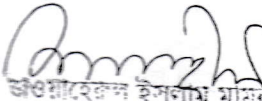

মুহিবুল হক তাহের
সহসচিব
সুইড বাংলাদেশ

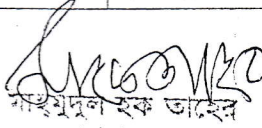

Md. Nurul Islam
Director
SUWID Bangladesh


পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব (Job Description)
সহকারী পরিচালক সর্বোচ্চ -৫ জন (বিভিন্ন বিভাগীয় ও বিষয় ভিত্তিক) ব্যবস্থাপনা প্রকৌশলী / মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে প্রাতিষ্ঠানিক/ শিক্ষা/বিশেষ শিক্ষা/একীভূত শিক্ষা বিষয়ে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। পূর্ত বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী	প্রশাসনিক/হিসাব ও অর্থ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা/বিশেষ শিক্ষা/একীভূত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম আয়োজন ও সম্পাদনসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে সমিতির যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্মসূচী সম্পাদন করা। স্থাপনাসহ পূর্ত বিষয়ক কাজকর্ম তদারক ও তত্ত্বাবধান করবেন।
সিনিয়র হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/ সিনিয়র গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, সিনিয়র প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/ সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা/ সিনিয়র সমন্বয়ক/সিনিয়র ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা/সিনিয়র নির্বাহী কর্মকর্তা।	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীসহ ৬ বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা। পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন।	সংশ্লিষ্ট বিভাগের বাজেট প্রণয়ন, অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন কাজে পরিচালক ও উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ এর নির্দেশনায় অর্থ সচিব ও মহাসচিবকে সহায়তা ও অর্থ আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করবেন। অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা প্রধানত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করবেন।
নির্বাহী কর্মকর্তা/ প্রশাসনিক কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/ গবেষণা/সহকারী সমন্বয়ক/ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা/ গণযোগাযোগ কর্মকর্তা	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীসহ ৩ বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন।	অফিসের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। অর্থ আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও সমিতির হিসাব সংরক্ষণ করা। অর্থ ও হিসাব বিভাগকে সহায়তা করা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য কর্মকর্তাগণের স্থায় বিষয় ভিত্তিক কাজ সম্পাদনা ও দায়িত্ব পালন।
সুপারিনটেনডেন্ট	স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন;	সকল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ এবং দেখাশুনা করা। খাজনা, ট্যাক্স, কর, ভ্যাট, পরিশোধ, ভাড়া আদায় ইত্যাদি কাজ করা। দলিল, দস্তাবেজ, রেকর্ডপত্র, দ্রব্য- সামগ্রী ও মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ করা।
কেন্দ্র টেকার/সুভারভাইজার	স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/ পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন;	সকল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও দেখাশুনা করা। খাজনা, ট্যাক্স, কর, ভ্যাট, পরিশোধ, ভাড়া আদায় ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা। দলিল ও জিনিস পত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুপারিনটেনডেন্টের নির্দেশনা মতো কাজ করা।
রিসিপশনিষ্ট কাম টেলিফোন অপারেটর	স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/ পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন।	সংস্থার টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা এবং রিসিপশনিষ্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করা। নির্দেশনা মতো কাজ করবেন।
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী কাম ক্যাশিয়ার।	স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/ পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন; কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।	অফিসের যাবতীয় কাজে সহকারী হিসেবে কাজ করা। হিসাব সহকারী, সহকারী হিসাব রক্ষক ও ক্যাশিয়ার সমিতির হিসাব রক্ষণ ও নগদ অর্থ, চেক বই রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করা।

সুইড বাংলাদেশ চাহুরী প্রবন্ধনমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
সচিব
সুইড বাংলাদেশ


ড. মুহাম্মদ ইসমায়েল মামুন
সচিব
সুইড বাংলাদেশ


মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
সুইড বাংলাদেশ

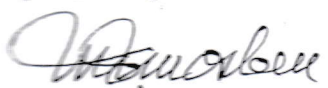

Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

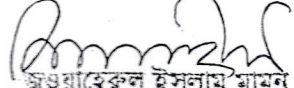
পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব (Job Description)
ড্রাইভার	ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাস এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী	গাড়ী চালানো ও তত্ত্বাবধান করা
পিরণ/আয়া/ম্যাসেজার ক্রিনার শার্ট কাভার	ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাস	অফিসের কাজে সহায়তা করা। সংশ্লিষ্ট বিভাগের যাবতীয় কাজে সহায়তা করা।

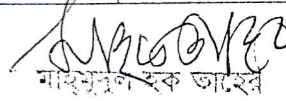
এনআইআইডিএ (নীডা) :

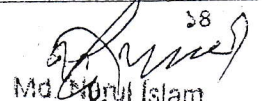
পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব (Job Description)
পরিচালক	সুইড বাংলাদেশের পরিচালকের সম পর্যায়ের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। সুইড এর পরিচালক ক্ষেত্রে বিশেষে ও আবশ্যিকবোধে নিডার (NIIDA) পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে প্রয়োজনবোধে জাতীয় নির্বাহী কমিটি বা এনআইআইডিএ ব্যবস্থাপনা পরিষদ নিডার জন্য পৃথক পরিচালক নিয়োগ করবেন।	নীডার যাবতীয় কার্যক্রম ও দায়িত্ব পরিচালনা করবেন।
উপ-পরিচালক	সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকল্যাণ/ ব্যবস্থাপনা/ মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ এমবিএ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল হতে পারে। কর্মরত বিভাগীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার হবে ও পদোন্নতির মাধ্যমেও এ পদ পূরণ করা যাবে।	পরিচালকের নির্দেশনা অনুযায়ী এনআইআইডিএ'র সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং পরিচালককে সর্বোত্তমভাবে সহায়তা প্রদান। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ত্রুটি ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন, গবেষণা, প্রকাশনা ও গণসচেতনতা কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন।
সহকারী পরিচালক /সিনিয়র সাইকোলজিস্ট কাম কাউন্সিলর (ক্লিনিক্যাল)/সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট/সিনিয়র থেরাপিস্ট/সিনিয়র সাইকোলজিস্ট (অটিজম)/সিনিয়র সাইকোলজিস্ট শিক্ষা/সিনিয়র অকুপেশনাল থেরাপিস্ট/সিনিয়র এডুকেশন অফিসার /সিনিয়র ইলপেটর	সিনিয়র সাইকোলজিস্টঃ সাইকোলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কাজের অভিজ্ঞতা। সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট : ফিজিওথেরাপিতে স্নাতক ডিগ্রী অথবা ফিজিওথেরাপি কাজে অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী। সিনিয়র স্পীচ থেরাপিস্ট : স্পীচ থেরাপিতে স্নাতক ডিগ্রী অথবা স্পীচ থেরাপি কাজে অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক	সিনিয়র সাইকোলজিস্ট : বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিতকরণ, তাদের সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করা, উপযুক্ত বিশেষ শিক্ষা ও সেবা সমূহ নির্ধারণ করা। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পিতামাতাদের উত্বুদ্ধকরণ, দক্ষতা ও জ্ঞান উন্নয়নে সহায়তা করা। সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট ও সিনিয়র অকুপেশনাল থেরাপিস্ট : বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শারীরিক সমস্যা চিহ্নিত করণ। শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী

সুইড বাংলাদেশ চাকরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মৌসলেম
নতপতি
সুইড বাংলাদেশ



জওরাহেরুল ইসলাম মান্নান
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ



মোহাম্মদ মৌসলেম
সুইড বাংলাদেশ

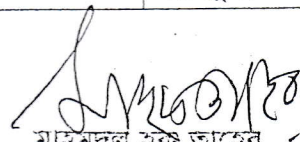
১৪

Md. Monirul Islam
Director
SWID Bangladesh

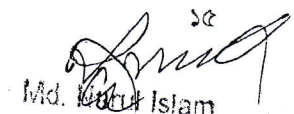
	<p>ডিগ্রী। সিনিয়র অকুপেশনাল থেরাপিস্ট : অকুপেশনাল থেরাপিতে স্নাতক ডিগ্রী অথবা অকুপেশনাল থেরাপি কাজে অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী। সিনিয়র এডুকেশন অফিসার ও সহকারী পরিচালক সিনিয়র ইন্সপেক্টর স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।</p>	<p>শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী ফিজিওথেরাপি ও অকুপেশনাল থেরাপি প্রদান করা। শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যবস্থাপনা ও সহায়ক উপকরণ বিষয়ে পিতামাতা ও শিক্ষকদের নির্দেশনাদান। শিক্ষক/পিতামাতা/প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ দান। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ/ কারিকুলাম তৈরী করা। দূর শিক্ষন পদ্ধতিতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের কাউন্সেলিং করা। সিনিয়র স্পীচ থেরাপিস্ট : কথা/বাক ও ভাষার সমস্যাগ্রস্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্পীচ থেরাপি দেয়া। কথা/বাক ও ভাষার সমস্যাগ্রস্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যবস্থাপনা ও সহায়ক উপকরণ বিষয়ে পিতামাতা ও শিক্ষকদের নির্দেশনাদান। দূর শিক্ষন পদ্ধতিতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের স্পীচ থেরাপি দেয়া।</p>
<p>সাইকোলজিস্ট/ফিজিওথেরাপিস্ট / স্পীচ থেরাপিস্ট/অকুপেশনাল থেরাপিস্ট/এডুকেশন অফিসার/ কো- অর্ডিনেটর, এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার/ইন্সপেক্টর।</p>	<p>সাইকোলজিস্ট : সাইকোলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কাজের অভিজ্ঞতা। ফিজিওথেরাপিস্ট : ফিজিওথেরাপিতে স্নাতক ডিগ্রী অথবা ফিজিওথেরাপি কাজে অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী। স্পীচ থেরাপিস্ট : স্পীচ থেরাপিতে স্নাতক ডিগ্রী অথবা স্পীচ থেরাপি কাজের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী। অকুপেশনাল থেরাপিস্ট : অকুপেশনাল থেরাপিতে স্নাতক ডিগ্রী অথবা অকুপেশনাল থেরাপি কাজে অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।</p>	<p>সাইকোলজিস্ট : বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিতকরণ, তাদের সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করা, উপযুক্ত বিশেষ শিক্ষা ও সেবা সমূহ নির্ধারণ করা। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পিতামাতাদের উদ্বুদ্ধকরণ, দক্ষতা ও জ্ঞান উন্নয়নে সহায়তা করা। ফিজিওথেরাপিস্ট ও অকুপেশনাল থেরাপিস্ট : বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শারীরিক সমস্যা চিহ্নিত করণ। শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী ফিজিওথেরাপি ও অকুপেশনাল থেরাপি দেয়া। শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যবস্থাপনা ও সহায়ক উপকরণ বিষয়ে পিতামাতা ও শিক্ষকদের নির্দেশনাদান। শিক্ষক/পিতামাতা/প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ দান। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ/ কারিকুলাম তৈরী করা। দূর শিক্ষন</p>

সুইড বাংলাদেশ চতুর্থ প্রবন্ধনমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

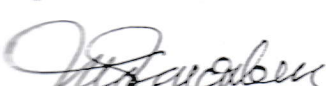

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

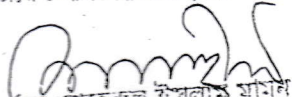

মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

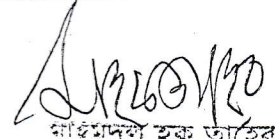
১৫

Md. Mubasher Islam
Director
SWD Bangladesh


		পদ্ধতিতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের ফিজিওথেরাপি দেয়া। স্পীচ থেরাপিষ্ট : কথা/বাক ও ভাষার সমস্যাগ্রস্থ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্পীচ থেরাপি প্রদান করা। কথা ও ভাষার সমস্যাগ্রস্থ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যবস্থাপনা ও সহায়ক উপকরণ বিষয়ে পিতামাতা ও শিক্ষকদের নির্দেশনাদান। দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের স্পীচ থেরাপি প্রদান করা।
সিনিয়র শিক্ষা কর্মকর্তা/সিনিয়র ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা/সিনিয়র তথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা।	স্নাতকসহ বিএসএড/বিপিএড অথবা সমমানের ডিগ্রী।	সিনিয়র শিক্ষা কর্মকর্তা : সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পরিচালকের নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষা কার্যক্রম মনিটর করা। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যবস্থাপনা ও সহায়ক উপকরণ বিষয়ে পিতামাতা ও শিক্ষকদের নির্দেশনাদান। শিক্ষক/পিতা- মাতা/প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ দান, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপকরণ/ কারিকুলাম তৈরী করা। দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা নির্দেশনা প্রদান করা। সিনিয়র ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা : সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পরিচালকের নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। সিনিয়র তথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা : বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিজম সহ সংশ্লিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় করা। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যে কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা ও তার যোগ্যতা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কাজে লাগানো।
শিক্ষা কর্মকর্তা/ক্রীড়া কর্মকর্তা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা/তথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা।	স্নাতকসহ বিএসএড/বিপিএড অথবা সমমানের ডিগ্রী।	সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে জাতীয় ও বিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। সংস্থার গবেষণা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।
সিনিয়র মেডিকেল অফিসার	কমপক্ষে এম.বি.বি.এস ডিগ্রীসহ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কাজে অভিজ্ঞতা।	বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজন অনুসারে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং বিশেষ শিক্ষা

সুইড বাংলাদেশ চাকরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


ডঃ মোহাম্মদ ইসলাম মাসুদ
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মোহাম্মদ হক তাহের
সুইড বাংলাদেশ

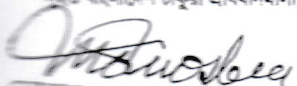
১৬

Md. Saadul Islam
Director
SWID Bangladesh

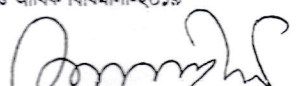
		শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের ট্রেনিং সহ অন্যান্য ট্রেনিং প্রোগ্রামে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান।
নাম	নার্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ	প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থী ও অন্যান্যদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা বিষয় সেবা প্রদান।


কলেজ ৪

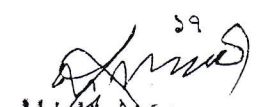
পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব (Job Description)
অধ্যক্ষ	যেকোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ বি.এস.এড/বি.এড/এম.এড/সম পর্যায়ের শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কাজে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা।	কলেজের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা এবং কলেজের সব পর্যায়ের সকল কাজ তদারকীর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা বোর্ডকে সহায়তা প্রদান।
উপাধ্যক্ষ	যেকোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ বি.এস.এড/বি.এড/এম.এড/সম পর্যায়ের শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কাজে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা।	কলেজের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং কলেজের সব পর্যায়ের সকল কাজ তদারকীর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা বোর্ডকে সহায়তা প্রদান।
সহযোগী অধ্যাপক	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ বিএসএড/বিপিএড এবং কলেজে শিক্ষকতার কাজে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা।	বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রশিক্ষণ দান এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ।
সহকারী অধ্যাপক	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ কলেজে শিক্ষকতার কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।	বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রশিক্ষণ দান এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ।
প্রভাষক	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রশিক্ষণ দান এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ।
লাইব্রেরিয়ান/ সহকারী লাইব্রেরিয়ান	লাইব্রেরী সাইন্সে স্নাতকোত্তর থাকতে হবে অথবা লাইব্রেরী সাইন্সে ডিপ্লো-মাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	সংস্থার লাইব্রেরীর উন্নয়ন ও পরিচালনা করা।
অফিস ম্যানেজার /অফিস সহকারী কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কম্পিউটার একাউন্টেন্ট	স্নাতক ডিগ্রীসহ কম্পিউটার চালনায় পারদর্শী অথবা হিসাব রক্ষন বিষয়ে দক্ষতা।	প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করা।
সিট্রন/আরা ট্রিনার ঝাড়ুবার/নিরাপত্তা কর্মি	ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাস	অফিসের কাজে সহায়তা করা। সংশ্লিষ্ট বিভাগের যাবতীয় কাজে সহায়তা করা।

স্বীকৃত বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ
সভাপতি
স্বীকৃত বাংলাদেশ


জওয়াদুল ইসলাম মামুন
মহাসচিব
স্বীকৃত বাংলাদেশ

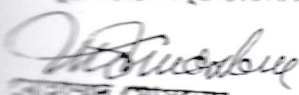

স্বীকৃত বাংলাদেশ


১৭

Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

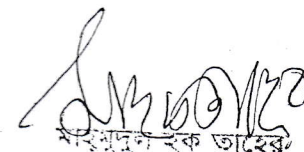
শাখা/স্কুল :


পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব (Job Description)
প্রধান শিক্ষক	স্নাতক ডিগ্রীসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ১০ (দশ) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা। কর্মরতদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পদায়ন করা যাবে।	শিক্ষাদান ও যাবতীয় কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা।
সহকারী প্রধান শিক্ষক	স্নাতক ডিগ্রীসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ৮ (আট) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা। কর্মরতদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পদায়ন করা যাবে।	শিক্ষাদান ও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন।
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক	স্নাতক ডিগ্রীসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ৭ (সাত) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা। কর্মরতদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পদায়ন করা যাবে।	শিক্ষাদান ও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন।
সহকারী শিক্ষক	স্নাতক ডিগ্রীসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কর্মরতদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পদায়ন করা যাবে।	শিক্ষাদান ও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা করা।
জুনিয়র শিক্ষক/সংগীত/নৃত্য/বহুবান্দক/চিত্রাঙ্কন ও শরীরচর্চা শিক্ষক অফিস সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক	সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ প্রযোজ্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অথবা পদায়ন।	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্য সম্পাদন করা।
শিক্ষা সহকারী, শ্রেণী সহকারী/ভ্যান ড্রাইভার/পিয়ন)/ট্রিনার/ঝাড়ুদার/নিরাপত্তা কর্মি	অষ্টম শ্রেণী	শ্রেণীতে শিক্ষাদানে সহায়তা করা এবং স্কুল ভ্যান চালনা করা। নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করা।

সুইড বাংলাদেশ চক্রী প্রতিবেদনমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জওয়াহেরুল ইসলাম মান্নান
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ



Md. Moinul Islam
Director
SWID Bangladesh


সুইড প্রাধান কার্যালয়, এনআইআইডিএ, কলেজ, স্কুল, শাখা স্কুলসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নিম্নলিখিত পদবী ও বেতন কাঠামো প্রযোজ্য হবে।

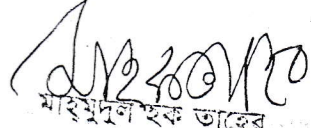
পদবী ও বেতন কাঠামো


ক্রমিক নং	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	বেতন স্কেল
১	পরিচালক/অধ্যক্ষ	যে কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন;	৪৩০০০-৬৯৮৫০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ৫০০০০-৭১২০০/-
২	উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), উপ-পরিচালক (কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ ও গবেষণা/ অর্থ ও পরিকল্পনা/প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা) / উপাধ্যক্ষ	স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন;	৩৫৫০০-৬৭০১০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ৪৩০০০-৬৯৮৫০/-
৩	সহকারী পরিচালক/সহযোগী অধ্যাপক/সিনিয়র সাইকোলজিস্ট/সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট/সিনিয়র স্পীচ থেরাপিস্ট/সিনিয়র অকুপেশনাল থেরাপিস্ট/ সিনিয়র হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/ ব্যবস্থাপনা প্রকৌশলী (মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার)	যে কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হতে স্নাতক/বানিজ্যে স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৬ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন;	২৯০০০-৬৩৪১০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ৩৫৫০০-৬৭০১০/-
৪	সহকারী অধ্যাপক/সাইকোলজিস্ট/ ফিজিওথেরাপিস্ট/স্পীচ থেরাপিস্ট/ অকুপেশনাল থেরাপিস্ট/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/ সুপারিনটেনডেন্ট/জনযোগাযোগ কর্মকর্তা/নির্বাহী কর্মকর্তা /গবেষণা কর্মকর্তা	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন;	২৩০০০-৫৫৪৭০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ২৯০০০-৬৩৪১০/-
৫	প্রভাষক/সিনিয়র শিক্ষা কর্মকর্তা/সিনিয়র ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা/সিনিয়র তথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা/কেয়ার টেকার	স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/ পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরন;	২২০০০-৫৩০৬০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ২৩০০০-৫৫৪৭০/-

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


সহকারী সিনিয়র
সচিব
সুইড বাংলাদেশ


জিয়াহাফিজ ইসলাম মামুন
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

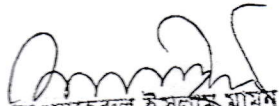

মাইয়দুল হক তাহের
সুইড বাংলাদেশ


১৯

Md. Nurul Islam
Director
SWD Bangladesh


ক্রমিক নং	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	বেতন স্কেল
৬	শিক্ষা কর্মকর্তা/ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা/তথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা/ রিসিপশনিষ্ট কাম-টেলিফোন অপারেটর/অফিস সহকারী/হিসাব রক্ষক/কম্পিউটার অপারেটর	স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	১৬০০০-৩৮৬৪০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ২২০০০-৫৩০৬০/-
৭	ড্রাইভার	ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	১২৫০০-৩০২৩০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ১৬০০০-৩৮৬৪০/-
৮	পিয়ন/আয়া ক্লিনার গার্ড ঝাড়ুদার	ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ	১০২০০-২৪৬৮০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ১১০০০-২৬৫৯০/-

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯





জওয়াহরুল ইসলাম মাসুদ
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

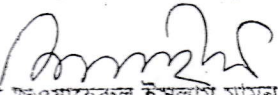

মাহমুদুল হক তাহের
সুইড বাংলাদেশ

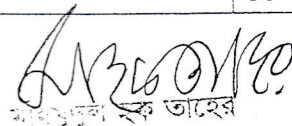
২০

Md. Nurul Islam
Director
SWD Bangladesh


ক্রমিক নং	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	বেতন স্কেল
১	প্রধান শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষক	স্নাতক ডিগ্রীসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ১০ (দশ) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	২৩০০০-৫৫৪৬০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ২৯০০০-৬৩৪১০/- প্রধান শিক্ষক- নির্ধারিত হারে মাসিক বেতনের অতিরিক্ত ভাতা পাবেন।
২	সিনিয়র সহকারী শিক্ষক	স্নাতক ডিগ্রীসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ৭ (সাত) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	২২০০০-৫৩০৬০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ২৩০০০-৫৫৪৭০/-
৪	সহকারী শিক্ষক	স্নাতক ডিগ্রীসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	১৬০০০-৩৮৬৪০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ২২০০০-৫৩০৬০/-
৫	জুনিয়র শিক্ষক/সংগীত/নৃত্য/ যন্ত্রবাদক/চিত্রাঙ্কন ও শরীরচর্চা শিক্ষক / অফিস সহকারী-কাম- হিসাব রক্ষক	স্নাতক/বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা পদায়ন/পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ।	১২৫০০-৩০২৩০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ১৬০০০-৩৮৬৪০/-
৬	অফিস সহকারী	উচ্চ মাধ্যমিক	১১০০০-২৬৫৯০/- সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ১২৫০০-৩০২৩০
৭	ক) শিক্ষা সহকারী/আয়া/গাড়ি চালক/ভ্যান চালক/ ড্রাইভার/পিয়ন/ক্লিনার/ঝাড়ু দার/প্রহরী/নেশ প্রহরী/	ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ	১০২০০-২৪৬৮০ সিলেকশন গ্রেড (৬ বছর কর্মরত থাকার পর) ১১০০০-২৬৫৯০/-

সুইড বাংলাদেশ চাকরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
সুইড বাংলাদেশ


জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


সুইড বাংলাদেশ

২১

Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

পে-স্কেল ও অন্যান্য আর্থিক ভাতার নীতি মাল্লা

সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইনটেলেকচুয়াল ডিসএবল্ড বাংলাদেশ (সুইড বাংলাদেশ)-'র পুরোনো এবং নতুন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পূর্বের স্কেলের পরিবর্তে নতুন স্কেলের আওতায় বেতন-ভাতাসহ সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

১। পে স্কেল কার্যকর করার নীতি :

সমিতির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যারা এই চাকুরীবিধি ও বেতনক্রম অনুমোদনের পূর্বে এবং পরে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন বা হবেন, তাদের বেলায় এই চাকুরীবিধি ও বেতনক্রম অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। বিভিন্ন ভাতা নির্ধারন নীতি :

(ক) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মাসিক ৮০০/= হারে মেডিকেল ভাতা দেয়া হবে।

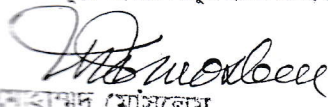
(খ) সমিতির ফুল টাইম কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান টাকা হিসেবে ২টি উৎসব ভাতা দেয়া হবে। আর যারা পার্ট টাইম/ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে কর্মরত আছেন তাদের ২৫(পঁচিশ) দিন কর্ম-দিবসের বেতনের সমপরিমান টাকার ৭০% উৎসব ভাতা হিসেবে দেয়া হবে।

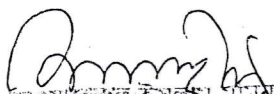
(গ) সকল ফুল-টাইম বেতনভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজধানীসহ অন্যান্য জেলা শহরে অবস্থানের কারণে নিম্নোক্ত নিয়মে ফিঞ্জ-বেনিফিট বা বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রদান করা হবে। পে-স্কেলের ভিত্তিতে নিম্নরূপ হারে ফিঞ্জ বেনিফিট বা বাড়ি ভাড়া ভাতা নির্ধারন করা হবে-

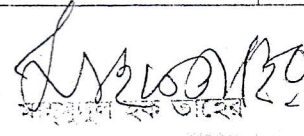
সারণি


মূল বেতন	বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মাসিক)		
	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য (রাজধানী)	নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল এর মেট্রোপলিটন/ পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ১০,২০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৬০০	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫০০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৫০০
টাকা ১০২০১ হইতে টাকা ১৬০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৪০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০
টাকা ১৬০০১ হইতে টাকা ৩৫৫০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৬০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮০০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৭০০০

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী পরিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জিয়াউররহমান ইসলাম
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


সুইড বাংলাদেশ

২২

Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

টাকা ৩৫৫০১ তদুর্ধে	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৯৫০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৬০০০	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ১৩৮০০
--------------------	---	---	---

(৬) যে সকল শাখাসমূহে কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) সিস্টেম চালু আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০% এবং সরকার থেকে ১০% হারে প্রদান করে মোট ২০% সিপিএফ জমা হবে। যারা ১ (এক) বছরের বেশী সময় ধরে কাজ করছেন তারা সবাই প্রভিডেন্ট ফান্ড খুলতে পারবেন। ১০ (দশ) বছর চাকুরির বয়স পার হওয়ার পরই যে কেউ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমুদয় টাকা (ব্যক্তির জমা ও সংস্থা প্রদেয় অংশ) পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৭) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কমপক্ষে ১২ বছর চাকুরীর পর স্বেচ্ছায় বা সংস্থার নিয়মানুযায়ী অবসর গ্রহণ করলে তাকে অবসরকালীন সুবিধা বা গ্র্যাচুইটি দেয়া হবে এবং একাধারে ৫ বছর চাকুরি করার পর চাকুরি থাকাকালীন অবস্থায় মারা গেলে তার মনোনিত ব্যক্তি বা উত্তরাধীকারী গ্র্যাচুইটি পাবেন।

(৮) ফুল টাইম কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তার নিজের কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে যথোপযুক্ত গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স এর আওতায় আসবেন।

৩। কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদ ও বেতন নির্ধারণ (পে-ফিক্সেশন):

সমিতিতে যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীরত আছেন তাদের পূর্বের স্কেলের পরিবর্তে নতুন স্কেলে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুযায়ী পদ ও বেতন নির্ধারণ করা হবে-

ক) কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বর্তমান চাকুরীবিধির সমমর্যাদার পদ ও বেতনক্রম অনুযায়ী পদ ও বেতনক্রমে আঙ্গীকরণ করা হবে।

খ) যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতন এবং ডিয়ারনেস এলাউন্স একত্রে নতুন পে স্কেলের চেয়ে কম হয় তবে তিনি পরবর্তী ন্যূনতম স্কেলে উন্নীত হবেন। যদি কেউ কনসলিডেটেড হিসেবে বেতন পেয়ে থাকেন তবে তার স্কেলের ক্ষেত্রে বেতনের ৭০% বেসিক পে হিসেবে ধরে তার স্কেল নির্ধারণ করা হবে।

অথবা-

যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতন এবং ডিয়ারনেস এলাউন্স একত্রে নতুন পে স্কেলের চেয়ে বেশী হয় তবে তিনি পরবর্তী কাছকাছি নতুন স্কেলে উন্নীত হবেন। আর যদি কারো মূল বেতন এবং ডিয়ারনেস এলাউন্স একত্রে নতুন পে স্কেলের চেয়ে অনেক বেশী হয় এবং দেখা যায় যে নতুন স্কেলে খাপ খাচ্ছে না, তবে তার পে ফিক্সেশন হবে পরবর্তী উচ্চতর নতুন স্কেলে।

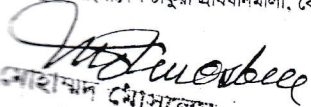
গ) সমিতিতে কর্মরত কর্মকর্তা /কর্মচারী বা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রতি ৩ বছরের জন্য ১টা করে ইনক্রিমেন্ট প্রযোজ্য হবে তবে সেটা কারো ক্ষেত্রে ৩টার বেশী হবে না।

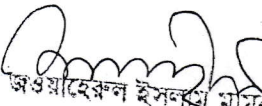
ঘ) গ্রাজুয়েট বা তদূর্ধ উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারী প্রোবেশনারী পিরিয়ড উত্তীর্ণ হওয়ার পর যদি বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রশিক্ষণ যেমন - বিএসএড/এমএড/ডিপ্লোমা/বা অন্য কোন কোর্স সমাপ্ত করেন তবে তার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরও ১টি ইনক্রিমেন্ট দেয়া হবে।

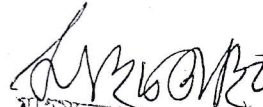
ঙ) ২০০৮ সালের জুলাই মাসের পর যদি কোন কর্মকর্তা/শিক্ষক-কর্মচারীর স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয়ে থাকে তবে এই পে ফিক্সেশনের সময় সেটা ধরা হবে না।

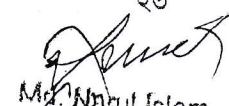
চ) কোন অতিরিক্ত কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারী যিনি অনুমোদিত ভাবে কর্মরত আছেন তার ক্ষেত্রে তার বর্তমান শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বেতনের ভিত্তিতে পে স্কেল নির্ধারণ করা হবে।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জওয়াহরুল ইসলাম
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মাহমুদুল হক তাহের
সুইড বাংলাদেশ

২৩

Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

৪। বিশেষ প্রজ্ঞাপনঃ

- ক) নতুন পে স্কেলে বেতন-ভাতা বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমিতির পর্যাণ্ত পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রদান করা হবে। দেশী-বিদেশী সাহায্য এবং সমিতির বিভিন্ন উৎস থেকে উপার্জিত আয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করে এইরূপ সুবিধা কার্যকর করা হবে।
- খ) সমিতির চাকুরী প্রবিধানমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীগণ পরিচালিত হবেন।
- গ) সরকারী নির্দেশে পে স্কেলের কোন সংযোজন বা বিয়োজন ঘটতে পারে।

৫। ভ্রমণ ভাতার নীতি :

সমিতির কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা নিম্নবর্ণিত নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হবে :

(১) স্থানীয় যাতায়াত ভাতার পরিমাণঃ

যানবাহন
৫কিমি এর কম দূরত্বে রিক্সা ভাড়া প্রযোজ্য; এবং ৫কিমি এর অধিক দূরত্বে ট্যাক্সি/বাস ভাড়া প্রযোজ্য।

(২) প্রশিক্ষণ, যাতায়াত ও দৈনিক ভাতার পরিমাণঃ (কর্মস্থানের বাহিরের জেলায়)

(ক) যাতায়াত ভাতা (টি.এ.)

- (১) বাসা থেকে বাস/ট্রেন/এয়ার ইত্যাদি স্টেশন : উপরে উল্লিখিত নিয়ম প্রযোজ্য
- (২) বাস/ট্রেন/এয়ার ইত্যাদি স্টেশন থেকে গন্তব্য স্থান : সকল কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীর জন্য প্রকৃত ট্রেন ভাড়ার দেড় গুন (১½) হারে দেয়া হবে। বিমানের ক্ষেত্রে প্রকৃত ভাড়া প্রদান করা হবে।

(খ) দৈনিক ভাতা (ডি.এ.)

- বিনা রাত্রি যাপনে ৬০০/= টাকা। রাত্রি যাপনে প্রতি রাতের জন্য ১০০০/=টাকা হারে নির্ধারিত।
- (গ) প্রশিক্ষণ প্রদান কালে প্রশিক্ষকদের দৈনিক সম্মানী ভাতা সর্বোচ্চ ১৫০০/= টাকা হারে নির্ধারিত।

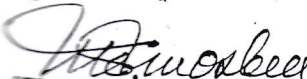
(৩) ভ্রমণ ভাতা (জার্নি এ্যাডভান্স)ঃ

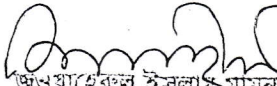
১২৫কিমি বা তার উর্ধে হলে ৮০০/=টাকা এবং ১২৫ কিমি এর কম হলে ৫০০/=টাকা হারে নির্ধারিত।


(৪) সমিতির কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীদের ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা সংক্রান্ত অন্যান্য নীতি :

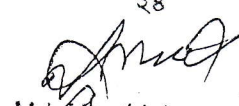
- ক) উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রদান করা হবে।
- খ) সুইড বাংলাদেশ'র হেড অফিস এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শাখা অফিস থেকেও এই ভাতা সমূহ প্রদান করা হবে।
- গ) ভ্রমণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে এ্যাডভান্স হিসেবে আনুমানিক ভাবে এই ভাতা উত্তোলন করা যাবে এবং ভ্রমণ শেষে পরবর্তীতে তার বিলের অনুকূলে ঐ টাকা এ্যাডভান্স করা হবে।
- ঘ) ভ্রমণ শেষে ১০ দিনের মধ্যে ভাতার বিলসমূহ এ্যাডভান্স করে দিতে হবে। (বিশেষ ক্ষেত্রে বা কারণে এই নিয়ম শিথিল হতে পারে)।
- ঙ) সমিতির গাড়ী ব্যবহার করলে যাতায়াত ভাতা দেয়া হবে না।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসাদ্দেক
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জগদীশ্বর কল ইসলাম
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মুহিবুদ্দীন হক ভাইস
সুইড বাংলাদেশ

২৪

Md. Masud
Director
SWID Bangladesh

আর্থিক বিধিমালা (Financial Rules)

সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ (সুইড বাংলাদেশ)

Society for the Welfare of the Intellectually Disabled, Bangladesh

(SWID Bangladesh)

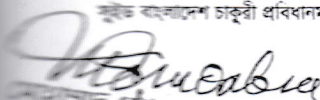
১. ভূমিকা

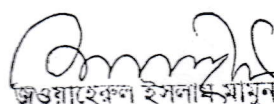
সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ (সুইড বাংলাদেশ) সমাজসেবা অবিদগুর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এনজিও এ্যাফিয়ার্স ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এ রেজিস্ট্রিকৃত একটি কেন্দ্রকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। সরকারী ও দেশীয় বিধিমালার আলোকে প্রণীত নিম্নবর্ণিত নিজস্ব আর্থিক নিয়মাবলী স্বরা সুইড বাংলাদেশ-এর আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদিত হবে।

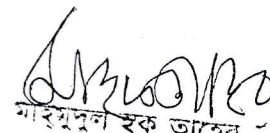
২. সংজ্ঞাসমূহ

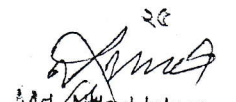
- ২.১. সুইড বাংলাদেশ- 'সুইড বাংলাদেশ' বলতে সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ (সুইড বাংলাদেশ)-কে বুঝাবে।
- ২.২. সভাপতি- সভাপতি বলতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতিকে বুঝাবে।
তিনি সুইডের জাতীয় কাউন্সিল ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি সুইডের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন।
- ২.৩. মহাসচিব-মহাসচিব বলতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির মহাসচিব-কে বুঝাবে। তিনি জাতীয় কাউন্সিল এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করবেন।
- ২.৪. অর্থ সচিব- অর্থ সচিব বলতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির অর্থ সচিবকে বুঝাবে। তিনি সমিতির তহবিলের জিন্মাদার হবেন এবং সঠিক হিসাব সংরক্ষক, নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।
- ২.৫. বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা- বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা বলতে সংস্থার প্রশাসনিক বিন্যাস অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানকে বুঝাবে। যেমন, প্রশাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রক উপ-পরিচালক (প্রশাসন), হিসাব বিভাগের নিয়ন্ত্রক উপ-পরিচালক (অর্থ) এনআইআইডিএ-এর নিয়ন্ত্রক উপ-পরিচালক (এনআইআইডিএ), কলেজের নিয়ন্ত্রক অধ্যক্ষ অথবা কোন প্রকল্প পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তিকে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ব্যয় নির্বাহ করার ক্ষমতা প্রদান করা হলে তাকেও বুঝাবে।
- ২.৬. অর্থ বিভাগ- বলতে সুইড বাংলাদেশ-এর অর্থ বিভাগকে বুঝাবে।
- ২.৭. প্রশাসন বিভাগ- প্রশাসন বিভাগ বলতে সুইড বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগকে বুঝাবে।
- ২.৮. হিসাব বিভাগ- হিসাব বিভাগ বলতে সুইড বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগকে বুঝাবে।
- ২.৯. এনআইআইডিএ- এনআইআইডিএ বলতে সুইড বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড-কে বুঝাবে।
- ২.১০. সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ- সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ বলতে সুইড বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ-কে বুঝাবে।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


সুইড বাংলাদেশ
সভাপতি


জগুয়াহেফদা ইসলাম মামুন
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


শাইয়দুল হক তাহের
সুইড বাংলাদেশ

২৫

Md. Nurul Islam
Director
SWID Bangladesh

২.১১. সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল- ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল বলতে সুইড বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল-কে বুঝাবে।

৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রনের সাধারণ পদ্ধতি

৩.১. বাজেট প্রণয়ন :

৩.১.১ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী বিভাগ সমূহের প্রস্তাব মতে অর্থ বছর শুরুর পূর্বে হিসাব বিভাগ কর্তৃক একটি সমন্বিত বাজেট প্রস্তুত করে যথারীতি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং এ বাজেট জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থাপন করে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন নিতে হবে।

৩.২. অর্থপ্রাপ্তি :

৩.২.১. যে কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ হিসাব বিভাগ কর্তৃক রশিদ বা বিধি সম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বীকার করতে হবে। প্রাপ্ত অর্থ অনধিক ২৪ ঘন্টার মধ্যে হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত টাকা ব্যাংকে জমা করতে হবে।

৩.৩. ব্যয় মঞ্জুরী :

৩.৩.১. (ক) সংস্থার নির্ধারিত কোন খাতে কোন ব্যয় করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নির্ধারিত ফরমে ব্যয়ের আবেদন করতে হবে। ব্যয়ের আবেদন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত হলে হিসাব বিভাগ সংশ্লিষ্ট খাতে আর্থিক অবস্থার বিবরণ দিবেন। বিভাগীয় নিয়ন্ত্রন কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারিশ এবং আর্থিক বিবরণ বিবেচনা পূর্বক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় মহাসচিব/নির্বাহী সচিব এককভাবে এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার উর্ধে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মহাসচিব (প্রধান নির্বাহী) ও অর্থ সচিব যৌথভাবে অনুমোদন দিবেন। তাদের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সভাপতি ব্যয়ের অনুমোদন দিবেন।

(খ) কলেজ পরিচালনা ব্যয়বিধি- সুইড এর আর্থিক বিধিমালা ও সরকারী বিধিমালা (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) মোতাবেক কলেজ পরিচালিত হবে।

(গ) পরিচালক-এর আর্থিক ক্ষমতা - দৈনন্দিন খরচের ক্ষেত্রে সমিতির সর্বোচ্চ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় অনুমোদন করতে পারবেন।

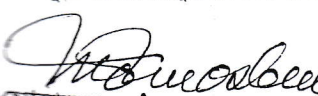
(ঘ) উপ-পরিচালকের (এনআইআইডিএ)-এর আর্থিক ক্ষমতা- দৈনন্দিন খরচের ক্ষেত্রে সমিতির সর্বোচ্চ ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় অনুমোদন করতে পারবেন।

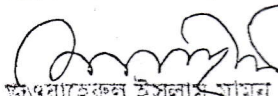
(ঙ) অধ্যক্ষের (কলেজ)-এর আর্থিক ক্ষমতা- দৈনন্দিন খরচের ক্ষেত্রে সমিতির সর্বোচ্চ ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় অনুমোদন করতে পারবেন।

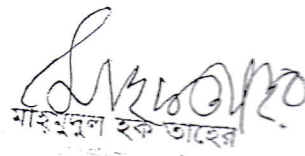
(চ) কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ব্যয়ের টাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অগ্রিম প্রদান করা যাবে এবং ব্যয় সম্পন্ন হওয়ার ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে হিসাব সমন্বয় করতে হবে।

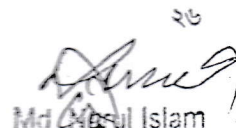
(ছ) বেতন-ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির অর্থ অনুমোদিত চাকুরী প্রবিধানমালা ও বেতন কাঠামো অনুসারে সভাপতি, মহাসচিব ও অর্থ সচিবের মধ্যে যে কোন দুজনের অনুমতিতে প্রদান করা যাবে। বাক্যব্যয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত অনুপস্থিতি বা বিনা বেতনে ছুটির ক্ষেত্রে চাকুরী প্রবিধানমালা অনুসারে উক্ত সময়ের বেতন কর্তন করা হবে।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জাওয়াদুল ইসলাম
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

২৬

Md. Masudul Islam
Director
SWID Bangladesh

৩.৪. ক্রয় নীতি :

- ৩.৪.১. কোন একক দ্রব্যের মূল্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার কম হলে নগদ মূল্যে ক্রয় করা যাবে।
- ৩.৪.২. কোন একক দ্রব্যের মূল্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত হলে কমপক্ষে তিনটি স্পট কোটেশন সংগ্রহ করে তুলনামূলক কম দরদাতা থেকে ক্রয় করতে হবে।
- ৩.৪.৩. কোন একক দ্রব্যের মূল্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে হলে টেন্ডার আহ্বান করে তুলনামূলক কম দরদাতা উপযুক্ত মানসম্পন্ন বিবেচিত হলে তার থেকে ক্রয় করতে হবে।
- ৩.৪.৪. কোন দ্রব্যের একক মোট মূল্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে হলে একাউন্ট পে-চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করতে হবে।
- ৩.৪.৫. কোন দ্রব্যের মূল্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা বা তদূর্ধ্বে হলে দ্রব্য সরবরাহের পূর্বে সর্বোচ্চ ২৫% অগ্রিম প্রদান করা যাবে।

৩.৫. অর্থ পরিশোধ :

- ৩.৫.১. নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং প্রধান নির্বাহী কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয় অনুযায়ী অর্থ সচিব অর্থ পরিশোধের অনুমতি দিবেন।

৩.৬. অফিস তহবিল :

- ৩.৬.১ ইমপ্রেস্ট মানি হিসাবে সংস্থার ক্যাশে যে কোন সময় সর্বোচ্চ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা রাখা যাবে। এ টাকা জরুরী কিংবা দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে এবং সে ব্যয় যথারীতি অনুমোদনপূর্বক টাকার হিসাব সমন্বয় করতে হবে।


৩.৭. ঋণ প্রদান :


- ৩.৭.১. প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ঋণ গ্রহণঃ সংস্থার যে কোন কর্মচারী তার সঞ্চিৎ প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কর্মচারী কর্তৃক জমাকৃত অংশের কেবলমাত্র সর্বোচ্চ ৮০% এককালীন ঋণ নিতে পারবেন এবং তা তার বেতন থেকে সর্বোচ্চ ২৪ মাসে পরিশোধযোগ্য হবে। সকল ঋণের ক্ষেত্রে সমকালীন ব্যাংক রেটে সরল সুদ ধার্য করা হবে। কোন কর্মচারী পূর্ববর্তী ঋণ থাকা অবস্থায় পুনরায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন না।


৩.৭. হিসাব সংরক্ষণ :


- ৩.৭.১. সকল আয়-ব্যয় প্রচলিত হিসাব সংরক্ষণ নিয়মানুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে এবং অফিস বেয়ারার ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট উপস্থাপন করা যাবে না। অডিট কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট উপস্থাপন করতে হলে অফিস বেয়ারারগণের (সভাপতি, মহাসচিব বা অর্থ সচিব) অনুমতি প্রয়োজন হবে।
- ৩.৭.২. বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করতে হবে কিন্তু আয়-ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ সংস্থার মূল হিসাবে প্রদর্শন করতে হবে।
- ৩.৭.৩. অর্থ সচিব সমিতির তহবিলের জিম্মাদার হবেন এবং সঠিক হিসাব সংরক্ষক, নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সমিতির বার্ষিক বাজেট, অডিটকৃত হিসাব বিবরণী জাতীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন। এছাড়া সমিতির আয়-ব্যয়ের ত্রৈমাসিক সার-সংক্ষেপ জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী পরিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


ডাঃ মোহাম্মদ ইসলাম মাসুদ
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মোহাম্মদ ইসলাম মাসুদ
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


Md. Masudul Alam
Director
SWID Bangladesh

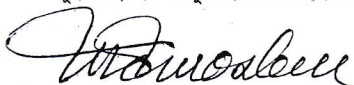
৩.৮. ব্যাংক-হিসাব পরিচালনা :

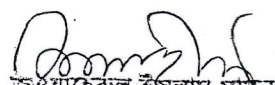
- ৩.৮.১. সভাপতি, মহাসচিব ও অর্থ সচিব যৌথভাবে সমিতির সকল ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করবেন। সাধারণত মহাসচিব ও অর্থ সচিবের স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা যাবে এবং তাদের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সভাপতির স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা যাবে।
- ৩.৮.২. জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজন বা আবশ্যিক বোধে কোন প্রকল্প, কার্যক্রম চালানোর জন্য পরিচালক/উপ-পরিচালক বা অন্য যে কোন দায়িত্বশীল দুই জন কর্মকর্তার নামে ব্যাংক একাউন্ট খুলে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।


৪.১ শাখা সমূহের আর্থিক বিধিমালা :

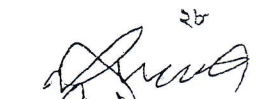
- ৪.১.১ এই আর্থিক বিধিমালার সকল নির্দেশনা শাখাসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

সুইড বাংলাদেশ চাকুরী প্রবিধানমালা, বেতন কাঠামো ও আর্থিক বিধিমালা-২০১৯


মোহাম্মদ মোসলেম
সভাপতি
সুইড বাংলাদেশ


জওয়াহিরুল ইসলাম মাসুদ
মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ


মহাসচিব
সুইড বাংলাদেশ

২৮

Md. Nazimul Islam
Director
SWID Bangladesh